দৈনিক বাংলা

20 AUG 1990

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে নানা সমস্যা

'উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্পর্কে গত সোমবার একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। এ ব্যাপারে যৌথ উদ্যোগ ছিল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের। এমন একটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে এমন ধরনের সেমিনার এখানে সম্ভবত এই প্রথম।

'বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বাংলা মাধ্যম পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা : সম্ভাবনা ও সমস্যা' শীর্ষক এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার ডঃ করুণাময় গোস্বামী বলেছেন, উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বাংলা মাধ্যম প্রচলনের জন্য যে সময়ানুগ ও সামগ্রিক পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনার প্রয়োজন তা আমাদের নেই অথচ এর সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সুনির্দিষ্ট 'কালসীমা-ভিত্তিক পরিকল্পনা'র ওপর।

একই কথা ধ্বনিত হয়েছে বিশিষ্ট প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদের কণ্ঠে। তাঁর নিবন্ধে তিনি বলেছেন যদিও বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে 'পাঠ্যপুস্তক-ই প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধির ক্রমিক উন্নতি সাধনের অদ্বিতীয় উপায়' তবু এই পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কেই এখানে দৃষ্টিভঙ্গীর অস্বচ্ছতা ও প্রকৃত রূপ নির্ণয়ের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। 'উচ্চশিক্ষার জন্য জরুরী সমস্ত বইয়ের উৎপাদনের জন্য একটি যথার্থ পরিকল্পনা কিংবা সুস্থ চিন্তাপ্রসূত পূর্ণাঙ্গ একটি ছক, যা দেশে সমগ্র পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের একটি নির্দেশিকা হতে পারে'—তার ব্যর্থতাও স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে।

বিশ্লেষণে দেখা যাবে, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনের বিষয়টি অপরিকল্পিত এবং অনিশ্চিত আসলেই। পুরো ব্যাপারটি চলছে লক্ষ্যহীনভাবে, টিমাতালে। পাঠ্যবই যতই শিক্ষা-সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনের 'প্রধান' 'সঠিক' ও 'কার্যকর' 'উপায়' বলে বিবেচিত হোক্ এ নিয়ে সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রয়াস এখনও পরিলক্ষিত নয়। উচ্চ পর্যায় কেন, নিম্নপর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকের অবস্থা পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়—চিত্র ভিন্ন নয়। স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর বইয়ের সিংহভাগ প্রণয়ন ও প্রকাশনার দায়িত্বে আছেন টেকস্‌ট বুক বোর্ড। যথাসাধ্য সতর্কতা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত মানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বোর্ড সফল হচ্ছেন, এমন বলার উপায় নেই। এই অসফলতা প্রধানত একাধিক সীমাবদ্ধতার জন্যই। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বই প্রণয়ন ও প্রকাশনে প্রাইভেট প্রকাশকগণই অনুমোদন পান — কিন্তু এক্ষেত্রে ও প্রত্যাশিত মান লভ্য নয়।

এইসব, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণের দু'একটির প্রতিও যদি আলোকপাত করা যায়, দেখা যাবে, আর সব ক্ষেত্রের মত এখানেও অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে অর্থ সংকট। বেশী দামে পাঠ্যবই কিনতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিভাবক অপারগ; আবার অর্থপুষ্টদের কিছুসংখ্যক অনাগ্রহী। বইয়ের মূল্যমান সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে গিয়ে বোর্ড বা প্রকাশকগণকে যে কৃচ্ছতা সাধন করতে হয়, তার ফলাফল পড়ে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন সৌষ্ঠবে এবং পরোক্ষ ও ব্যাপকভাবে তার বিষয় ও শৈলীর গুণগত মানে।

এমনি করে দেখা যায়—শিক্ষা-জীবনের প্রথম তিনটি পর্যায়ে শিক্ষার্থী তাদের জন্য নির্ধারিত পাঠ্য-পুস্তকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কম। অনেক সময় এইসব বই তাদের কাছে প্রহেলিকা বা বিভীষিকার মত। জীবন-ঘনিষ্ঠ বা জীবনধর্মী বিষয় হলেও সেই পুস্তকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না তা তাত্ত্বিক হয়ে পড়ার দরুন।

পাঠ্যপুস্তক পাঠদান করেন যে শিক্ষক সম্প্রদায়, প্রশ্ন ওঠে তাঁদের শিক্ষাচর্চা নিয়েও। সুযোগ্য যাঁরা, নানা কারণে তাঁদের অনেকেই এখন স্কুল-শিক্ষকতায় তেমন আকৃষ্ট নন। এই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগের কালের মত সচেতন, বিদগ্ধ, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান শিক্ষক পাওয়া বেশ কঠিন।

এমন পরিস্থিতিতেই উদ্ভব প্রাইভেট কোচিং, টিউটোরিয়াল-এর। এমন ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান দ্রুত গড়ে ওঠার কারণ ঘরে পড়ানোর লোকের অভাব। শিক্ষাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কত পার্সেন্ট আর সন্তানকে পাঠদানের অবস্থায় থাকেন? সবমিলে নিরুপায় অভিভাবক সন্তানের জন্য নোট বা সহায়ক বই খোঁজ করেন। বাধ্য হয়েই এ জাতীয় বইকে শিক্ষার্থীও অবলম্বন মনে করতে শুরু করে। ফলে নোটবই লেখা ও ছাপা এবং বিক্রি করা অব্যাহত আছে, বরং দিনকে দিন বাড়ছে —যদিও কাগজে-কলমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই কেনাবেচা ও পড়া নিষেধ করা আছে।

একই তথ্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও। পাঠ্যবই হার মানছে সহায়ক বই এবং টিচারদের প্রাইভেট ব্যবসা অর্থাৎ টিউটোরিয়ালের কাছে। এখন পাঠ্যবই পড়ার দরকার হয় না— যদি মওকামাফিক 'সাজেশন ও মোক্ষম সহায়ক গ্রন্থ মেলে। ডিসিপ্লিন্‌ড্ শিক্ষার নামে শিক্ষার্থী গাইড-বুক ও গাইড-কোচেন ফলো করে। এতেই তার কাজ হতে পারে, কপালও খোলতাই হতে পারে।

এই অবস্থান থেকে শিক্ষার্থী পদার্পণ করে উচ্চশিক্ষার প্রান্তে। এই প্রান্তরে পাঠ্যপুস্তকের অবস্থা বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে আছে একটি মাত্র মীমাংসার ওপর, তা হচ্ছে 'মাধ্যম' কী হবে। সে কি ইংরাজী না বাংলা, না কি দুটোই সমানভাবে গুরুত্বদিয়ে।

দেশের শিক্ষানীতির ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে বাংলা এবং সকল পাঠ্যপুস্তকের ভাষাও বাংলা। প্রকৃত বিচারে এই নীতিও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি। কেন হয়নি, তার কারণ একাধিক। একটি হলো দ্বিধা বা সংশয়। এ দ্বিধাকে মহিউদ্দিন আহমেদ বর্ণনা করেছেন এইভাবে—'এখন বিশ্বব্যাপী মতামতের সার্বজনীন তাবোধের উন্মেষ ঘটছে, বিশেষ কোন খাতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও গবেষণা এবং একই সঙ্গে এক দেশ থেকে অন্য দেশের বাহ্যিক সীমারেখাগুলো এত দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশের মত একটি স্বল্প সম্পদের দেশের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক বাংলায় অনুবাদের পদক্ষেপ নিলে তাকে বিস্তর দুর্ভোগ পোহাতে হবে। আর এই অনুবাদের ব্যাপারটি অত্যন্ত ব্যয়বহুলও বটে।' এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি ইংরেজিকে দেশের এলিট শ্রেণী ব্যবহার করছেন। সংখ্যালঘু হলেও শ্রেণীবিন্যাসে এঁরা প্রভাব প্রতিপত্তিশালী এবং 'রীতিনীতি প্রণয়নেরকর্ণধার'।

এই কারণে স্তরটি এখন পর্যন্ত বিতর্কের এবং নানা কথার, নানান মতের। এরই ফলে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের পাঠ্যবই বাংলা ভাষায় প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও কর্মসূচী বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হচ্ছে। নিরুৎসাহিত করে তুলছে ইউজিসি, বাংলা একডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তুকিপ্রাপ্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনাকে। এরই মধ্যে ওঠে উচ্চশিক্ষার বই বাংলা ভাষায় প্রণয়নের বাস্তবায়নের কথা। এই ব্যাপারে বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ সামান্য। এ যাবৎ সর্বপ্রধান দায়িত্ব পালন করছে বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগ। সঙ্গত কারণেই বলা যায়, দেশব্যাপী পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মেটানো এবং ক্রম সম্প্রসারণশীল দায়দায়িত্ব মোকাবেলার জন্য মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের একটি বিভাগের সাধ্যে কুলোবার নয়। কুলোচ্ছে নাও।

বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, বিশেষত উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে, ঐকান্তিকতার অভাব ও ব্যবস্থাপনার দীনতার সঙ্গে সঙ্গে লেখক ও অনুবাদকেরও সংকট প্রকট। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান এবং অন্যান্য 'বিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ' বিষয়াদিতে পাঠ্যপুস্তক লেখার যোগ্য লেখক পাওয়া দুর্ভার। এর কারণ অনেক। প্রথমেই ধরা যায়- বিনিময়ে যে সম্মানী পাওয়া যায়, তা আকর্ষণের নয়। আজকের দিনে অন্তত সময়ের জন্য হলেও সম্মানী সম্মানজনক না হলে উৎসাহ নিতে যায়।

একথা স্বীকার করতেই হবে উচ্চতর শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষাগত পটভূমি দাবী করে-এ কারণে শিক্ষার্থীকে শুধু বাংলা ভাষার বইয়ে তুষ্ট রাখা যাবে না-বহির্বিশ্বের সর্বাধুনিক গ্রন্থসমূহের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার দরকার আছে। কিন্তু মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের নীতির সঙ্গে তার যে কোনও বিরোধ নেই। এ কি এখন আর নতুন করে ব্যাখ্যার দরকার আছে?

না নেই। যে সকল সংকট প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষার গ্রন্থ প্রণয়নে, তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। সম্ভব যদি আগ্রহ ও উৎসাহ থাকে।

স্মর্তব্য, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যগণ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বাংলা মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কালবিলম্ব না করে এ ব্যাপারে সম্প্রসারিত উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শদিয়েছেন।

এখন আমরা আশা করতে পারি-এমন একটি মীমাংসিত সত্যকে আর বিতর্কিত করে তোলার পাঁয়তারা চলবে না এবং এ নিয়ে আর কোনও প্রতিবন্ধকতাই জিইয়ে রাখা হবে না।

হোসনে আরা শাহেদ